বিষয়বস্তুঃ নবীজির নবুওয়াতের ২৩ বছর

রবীউল আউয়াল মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৪ রবীউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরী, ২৮ অক্টোবর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৭০

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يَآ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউল আউয়াল মাসের ২৪ তারিখ, শেষ জুমুআ। আজ আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ২৩ বছর জীবন সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ ।

আমরা জানি, নবীজির বয়স যখন ৪০ বছর হয়েছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুওয়াত দান করেন এবং

তাঁকে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দেন। সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

“হে রসূল ! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আপনি তা (আল্লাহর বান্দাদের কাছে) পৌঁছে দিন।” আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশ মোতাবিক তিনি মক্কায় ১৩ বছর এবং মদীনায় ১০ বছর মোট ২৩ বছর দ্বীন প্রচার করেছিলেন।

নবীজির উপর যখন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তাঁকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আদেশ দেওয়া হয় নি। কেননা, সারা বিশ্ব জুড়ে তখন ছিল ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার রাজত্ব। অত্যাচার, অনাচার ও নানা রকম কুসংস্কারে মানুষ নিমজ্জিত ছিল। বিশেষ করে আরবের মানুষেরা পূর্ব পুরুষদের ভুল আকীদাহ ও ভ্রান্ত রীতি-নীতির এমন অনুকরণ করত যে, সত্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা নবীকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ দেন নি। যাতে

লোকেরা শুরু থেকেই বিগড়ে না যায়। তাই নবী প্রথম দিকে নিজের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠদের মধ্য থেকে এমন সব লোকদের দাওয়াত দিতে শুরু করেছিলেন, যাদের উপর তাঁর ভরসা ছিল এবং যাদের মধ্যে কল্যাণ ও হিদায়েত গ্রহণ করার আলামত অনুভব করেছিলেন।

এভাবে সর্বপ্রথম রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাহ (রযি) ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত আলী (রযি) এবং নবীজির আযাদ করা গোলাম যায়েদ ইবনে হারিসাহ ইসলাম গ্রহণ করেন।

নবীজির পরিবারের লোকজনেরা যখন ইসলাম গ্রহন করেন, তখন তিনি নিজ বন্ধু-বান্ধবকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে শুরু করেন। প্রথমে হযরত আবূ বকর (রযি)-কে ইসলামের দাওয়াত দেন। নবুওয়াতের পূর্ব থেকেই তিনি নবীজির বন্ধু ছিলেন এবং নবীজির আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলেন। নবীজি তাঁকে নিজ নবী হওয়ার সংবাদ দেওয়ার সাথে সাথে তিনি

কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে গোপনে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন। এভাবে আস্তে আস্তে যখন মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে একটি ক্ষুদ্র দলে পরিণত হয়, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আরকাম রযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে সকল নবমুসলিমকে গোপনে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

হযরত আরকাম (রযি) ছিলেন শুরু পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি সাত অথবা দশ জনের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সাফা পাহাড়ে তাঁর বাড়ি ছিল। হযরত উমার রযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত সাহাবারা দ্বীন শিক্ষা করার জন্য তাঁর ঘরেই একত্রিত হতেন।

উমার (রযি) ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪০ তম ব্যক্তি। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল। তখন মুসলিমরা প্রকাশ্যে যেখানে ইচ্ছে

জমায়েত হতেন। আল ইসাবাহ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় এ কথা লেখা আছে।

শ্রোতামণ্ডলী! মক্কায় তিন বছর পর্যন্ত নবীজি গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। যখন বহু নারী ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং লোকদের মধ্যে ইসলামের আলোচনা শুরু হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। সূরা হিজ্‌রের ৯৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"হে নবী! আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করুন। আপনি মুশরিকদের কোন পরওয়া করবেন না।" তাফসীরে ইবনে কাসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) বলেছেনঃ এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে আরম্ভ করেন।

তারপর যখন সূরা শুআরা’র ২১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে আদেশ দেন, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ “হে নবী ! আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে (কুফর এবং শির্ক থেকে) ভয় দেখান।” তখন নবীজি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশ বংশের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়াছিলেন। যখন সাফা পাহাড়ের নিচে সকলে একত্রিত হয়েছিল, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ আমি যদি তোমাদেরকে এ সংবাদ দিই যে, এ পাহাড়ের পিছনে একটি শত্রুদল লুকিয়ে রয়েছে, যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত আছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবে ? সকলে একবাক্যে বলেছিলঃ আমরা আপনার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করব। আমরা তো আপনাকে সত্যবাদী বলেই জানি। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। তারপর তিনি সকলকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন আবূ লাহ্‌ব বলেছিলঃ

তোমার প্রতি ধিক্কার ! এ জন্য কি তুমি আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছ? তখন আল্লাহ তায়ালা এই অভিশপ্ত আবূ লাহ্বের ধ্বংসের কথা ঘোষণা করে সূরা লাহ্ব নাযিল করেছিলেন। সহীহ বুখারীর ৪৯৭১ নম্বর হাদীসে এ কথা বর্ণিত আছে।

সুধীবৃন্দ ! যখন নবীজি প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন, তখন কুরাইশগণ তাঁর চরম শত্রুরূপে মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং দাওয়াতের কাজে চরম ভাবে বাধা দিয়েছিল। তবে নবীজির চাচা আবূ তালিব ঈমান না আনলেও বরাবর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সেই সময় আবূ তালিব মক্কার সর্ববরেণ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাই কুরাইশরা নবীজির বিরোধিতা করলেও আবূ তালিবের কারণে তাঁর বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

একবার কুরাইশদের একটি দল আবূ তালিবের নিকট এসে দাবী জানিয়েছিল যে, আপনি হয় মুহাম্মাদকে ইসলাম প্রচার করা থেকে বিরত রাখুন, আর না হয় তাঁর

সহযোগিতা ছেড়ে দিন। কিন্তু আবূ তালিব বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদেরকে বিদায় দেন এবং নবীজির সাহায্যে অটল ছিলেন।

নবীজির মু'জিযাঃ

মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ কিছু মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন দিয়ে থাকেন। যেন কোন ব্যক্তি যদি নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে তার নবীর নবুওয়াত সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ না থাকে। আমাদের নবীকে আল্লাহ তায়ালা বহু মু'জিযা দান করেছিলেন। আজ আমরা তাঁর বিশেষ একটি মু'জিযার কথা আলোচনা করছি।

একবার পূর্ণিমার রাত্রে মক্কার মুশরিকরা নবীজিকে বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হন, তাহলে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখান। নবীজি তাদের কথা শুনে বলেছিলেনঃ আচ্ছা ! আমি যদি তোমাদেরকে এ মু'জিযা দেখাই, তবে কি তোমরা ঈমান আনবে? তারা বলেছিলঃ হ্যাঁ, আমরা ঈমান নিয়ে আসব। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দুআ করেন এবং শাহাদাত আঙুল দ্বারা চাঁদের দিকে ইশারা করেন। সাথে সাথে চাঁদ দু’খণ্ড হয়ে যায়। এক টুকরো ‘আবূ কুবাইস’ নামক পাহাড়ের উপর এবং অপর টুকরো ‘কুআইকিয়ান’ নামক পাহাড়ের উপর চলে যায়। লোকেরা এ আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছিল। সেই সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ إِشْهَدُوْا “হে লোক সকল ! তোমরা সাক্ষী থাক !

মক্কার মুশরিকরা এ অবস্থা দেখে বলেছিলঃ মুহাম্মাদ তো আমাদের চোখে যাদু করেছে। তোমরা বাহির থেকে আগত মুসাফিরদের অপেক্ষা কর এবং তাদের কাছে এ বিষয়টি জিজ্ঞেস কর। কেননা, মুহাম্মাদের পক্ষে সকলকে যাদু করা অসম্ভব। তারাও যদি আমাদের মত চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত দেখে থাকে, তবে বিষয়টি সঠিক প্রমাণিত হবে।

তারপর যখন মুসাফিরদের থেকে এ ঘটনাটি জিজ্ঞেস করা হয়, তখন সমস্ত আগত মুসাফিরগণ বলেছিলেনঃ আমরা চাঁদকে দু’ভাগে বিভক্ত হতে দেখেছি। কিন্তু

এতগুলো মানুষের সাক্ষী দেওয়া সত্ত্বেও মক্কার কাফিররা ঈমান আনেনি; বরং তারা বলতে থাকে যে, এটা হচ্ছে যাদু। এর প্রভাব বেশি দিন থাকবে না। অতিসত্বরে মুহাম্মাদের সব খেলা শেষ হয়ে যাবে। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের ৪ খণ্ডের ২৯৭ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি লেখা আছে।

ঈমানদার ভাই সকল ! মক্কার মুশরিকদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ইসলাম প্রচারে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও যখন দলে দলে মানুষ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে, তখন তারা বনু আব্দিল মুত্তালিব এবং বনু হাশিমের নিকট এই দাবী করেছিল যে, আপনারা আপনাদের ভাইপো মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে দিন। নতুবা আমরা আপনাদের সাথে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করব। বনু আব্দিল মুত্তালিব তাদের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিল। যার কারণে তারা সম্মিলিত ভাবে এ মর্মে চুক্তিনামা লিখেছিল যে, আমরা বনু হাশিম ও বনু আব্দিল মুত্তালিবকে বয়কট করলাম। তাদের সাথে বিয়ে-শাদী, কেনা-বেচা সব

রকম লেনদেন বন্ধ থাকছে। অতঃপর তারা এই চুক্তিপত্র কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে দেয়।

মানসূর ইবনে ইকরিমা নামে এক ব্যক্তি এ চুক্তিনামা লিখেছিল। আল্লাহ তায়ালা তার হাতকে এমন অবশ করে দিয়েছিলেন যে, সে হাত দ্বারা আর কখনও লিখতে পারত না। আবূ তালিব বাধ্য হয়ে নিজ গোত্রের লোকজন সহ পাহাড়ের একটি ঘাটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির সপ্তম বছরে ১লা মুহাররম থেকে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত অতি কষ্টে "শি'আবে আবী তালিব" নামক পাহাড়ের ঘাটিতে মুসলমানেরা বন্দি হয়েছিলেন। চারিদিক থেকে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ ছিল। খাদ্য-পানি যা ছিল, তা শেষ হয়ে গেলে তাদের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি ক্ষুধার কারণে ছোট বাচ্চাদের কান্নাকাটি বাইরের লোকেরাও শুনতে পেত। তারপর কিছু মানুষের প্রচেষ্টায় নবুওয়াতের দশম বছরে এই বয়কট-চুক্তি ভঙ্গ হয়। 'তবাকাতে ইবনে সা'দ' কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি লেখা আছে।

"শিআবে আবী তালিব" নামক ঘাটি থেকে বার হওয়ার পর দশম বছরেই নবীজির চাচা আবূ তালিবের মৃত্যু হয় এবং সেই বছরেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রযি) ইন্তেকাল করেন। তাই নবীজি এই বছরের নাম রেখেছিলেন 'আমুল হুয্ন' বা শোকের বছর। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা সুযোগ পেল। তখন তারা নবীজিকে কষ্ট দেওয়ার কোন পন্থা আর বাকি রাখে নি।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০ বছর পর্যন্ত আরবের গোত্র সমূহকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। যাদের ভাগ্যে ঈমান ছিল, তারা তো নবীজির দাওয়াত কবুল করে ইসলামের সুশিতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা তাকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিয়েছিল; কখনও বা তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। কখনও গায়ে ধুলো-বালি দিয়েছে। পাথর ছুড়ে রক্তাক্ত পর্যন্ত করেছে। এমনকি সাজদাহ রত অবস্থায় তাঁর মাথায় উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছে। এসব আচরণ

সত্ত্বেও তিনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে হিদায়েতের দুআ করেছিলেন।

সুধীবৃন্দ ! এ পর্যন্ত আমরা নবীজির মক্কী জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনলাম। মদীনায় ইসলামের সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, নবুওয়াতের ১১তম বছরে অর্থাৎ হিজরতের ২ বছর পূর্বে মদীনার খযরয গোত্রের কিছু লোক মক্কায় এসেছিল। নবীজি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কুরআন পড়ে শুনান। সেই দলে মোট ৬ জন ব্যক্তি ছিল। নবীজির কথা শুনে তারা একে অপরকে বলেছিলঃ ইনি হচ্ছেন সেই নবী, যার কথা ইয়াহুদীরা বলাবলি করে। তারপর তারা তখনই ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারা মদীনায় ফেরার পর ইসলাম প্রচার করতে শুরু করে । এভাবে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে যায়।

অতঃপর নবুওয়াতের ১২ বছর পর অর্থাৎ হিজরতের আগের বছর মদীনা থেকে ১২ জন ব্যক্তি মক্কায় এসেছিল এবং রাত্রিবেলা মিনার মাঠে নবীজির হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এরপর নবুওয়াতের ১৩ তম বছরে আউস ও

খযরয গোত্রের ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা মিনার মাঠে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং নবীজিকে মদীনায় আসার আমন্ত্রণ জানান। সীরাতে ইবনে হিশামের ১ম খণ্ডের ৩১১ পৃষ্ঠায় এসব লেখা আছে।

নবুওয়াতের ১৩ বছর অতিক্রম হওয়ার পর তিনি রবীউল আওয়াল মাসে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল আউস ও খযরয গোত্রের মানুষ। তারা আগে মুশরিক ছিল। ইয়াহুদীদের কাছ থেকে তারা নবীজির আগমনের সংবাদ শুনেছিল। তাই তারা সহজেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে যেসব ইয়াহুদী ছিল তারা নবীজির সত্যতা সম্পর্কে সব কিছু জানা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় নেমে পড়েছিল। ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে খুব অল্প সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মক্কার মুশরিকরা যখন দেখে যে, মদীনায় মুসলিমরা শক্তিশালী হচ্ছে, তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হয়। ফলে তাদের সাথে মুসলিমদের একাধিক যুদ্ধ হয়েছিল। অতঃপর ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কাবাসীদের সাথে

নবীজির ১০ বছরের জন্য সন্ধি হয়েছিল। কিন্তু দু’বছরের মধ্যেই কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গ করে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং অষ্টম হিজরীর ১০ রমাযান বুধবারের দিন ১০ হাজার সাহাবীর বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি মদীনা থেকে রওনা হন এবং মক্কা জয় করেন।

যেসব মুশরিক এতদিন যাবত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমদের প্রতি নির্মম অত্যাচার করেছে, তারা ভেবেছিল যে, নবীজি তাদের থেকে কঠিন প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু দয়ার নবী তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত ক্ষমার বরকতে গোটা মক্কাবাসী মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

পরিশেষে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশম হিজরীতে লক্ষাধিক সাহাবাকে সাথে নিয়ে বিদায়ী হজ্জ করেছিলেন। বিদায়ী হজ্জের পর মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছে সফর মাসের শেষের দিকে নবীজি অসুস্থ হয়ে

পড়েন এবং রবীউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবারের দিন তিনি ওফাত পেয়েছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন। আল্লাহ তায়ালার উম্মতের পক্ষ থেকে নিজের হাবীবকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন। وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ

হাফিয আবু যার সাল্লামাহুল্লাহ

মাস্টার আশিক ইকবাল

মুহতারম ! আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের মিম্বার ও মিহরাব বিভাগে সদস্য হতে সহযোগিতা করুন। সদস্য হওয়ার জন্য 97-32-32-32-12 নম্বরে (১) নিজের নাম, (২) হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, (৩) মসজিদের নাম (পূর্ণ ঠিকানা সহ) পাঠাতে হবে।

মনে রাখবেন, আমাদের এ মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ একটি অরাজনৈতিক নিছক ধর্মীয় সংস্থা। এ দ্বারা ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান প্রচার করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব ধর্ম, দেশ ও সংবিধান বিরোধী কোন ব্যক্তি এর সদস্যপদ গ্রহণ করবেন না।